দৈনিক ইনকিলাব

02

তারিখ 27 JAN 1987
পৃষ্ঠা 7

প্রসঙ্গঃ শিশু ভর্তি

বছর শেষ। ভর্তির মওসুম শুরু হয়ে গেছে। সেই সংগে শুরু হয়েছে উদ্বেগাকুল অভিভাবকদের ছুটা ছুটি। আমাদের যে শিশুটি স্কুল যাবার উপযুক্ত তাকে কোথায় পড়াব? প্রতি নিয়তই এই চিন্তা আমাদের তাড়া করে ফেরে প্রতি শিক্ষাবর্ষের শুরুতে। এর কারণ স্কুলের স্বল্পতা, অপরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থা, পরিকল্পনাহীন স্কুল প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি।

বস্তুতঃ কাঙ্ক্ষিত একটি স্কুলে সন্তান ভর্তির দুশ্চিন্তায় বাবা মায়ের রাতের ঘুম, দিনের স্বস্তি এখন উধাও। অথচ সরকারী স্কুলের উপরও আলতে গবলতে কিছু বিশেষ ধরনের স্কুলের অভাব নেই। তারপরও রয়েছে টেলিভিশন বা সংবাদপত্রে প্রচারিত চমকপ্রদ ও আকর্ষণীয় সব স্কুলের বিজ্ঞাপন। কোনটায় রয়েছে গুলশান, বনানী, ধানমণ্ডীর মনোরম পরিবেশে শিক্ষার প্রলোভন। কোনটায় বলা হয়, থাকা-খাওয়ার সুবন্দোবস্তের কথা। কোনটায় আবার যাতায়াতের নিশ্চয়তার সঙ্গে থাকে আরবী, ফার্সী, ইংরেজী ভাষা শেখানোর বাড়তি বোনাস। তারপরও স্কুলে সন্তানের ভর্তি নিয়ে মা-বাবার দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। কিন্তু দশ বারো বছর আগে এই সমস্যা এমন প্রকট ছিল না।

এর কারণ স্কুলের সংখ্যা যা না বেড়েছে তার চেয়ে জ্যামিতিক হারে জনসংখ্যা বেড়েছে বহুগুণ।

অতএব, শিশুভর্তির সমস্যা একটি মারাত্মক। সামাজিক সমস্যা হিসাবে আজযে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এবং এই সুযোগে, কিছু ব্যবসায়ী মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি সরকারী অনুমোদন ছাড়াই কিণ্ডার গার্টেন, টিউটোরিয়াল, প্রি-ক্যাডেট নামের আড়ালে ব্যবসার জাল বিছিয়েছে।

ইদানীং টিউটোরিয়াল ও কিণ্ডার গার্টেনের হাওয়া, রাজধানী ছাড়িয়ে বিভিন্ন জেলা শহরেও ধাক্কা দিচ্ছে। শহরতলীতেও কিণ্ডার গার্টেনের নাম ফলক দেখা যায়।

তবে কিণ্ডার গার্টেন, টিউটোরিয়াল বা প্রি-ক্যাডেট স্কুলগুলোতে বই ও খাতাপত্র বিপুল সংখ্যক হলেও শিক্ষাদানের মান সব স্কুলে সমান নয়। উপরন্তু ঐগুলোতে চড়া ফি আছে —নেই পড়া শোনার উপযুক্ত ব্যবস্থা। আরও নেই উপযুক্ত শিক্ষক।

তবে সবগুলোই যে এমন তা কিন্তু নয়। এর মাঝেও অনেকগুলোর মান উন্নত আছে। কিন্তু তার সংখ্যা হাতে গোনা যায়। অথচ প্রত্যেক বাবা মা-ই চান তাদের সন্তান ভাল স্কুলে ভর্তি হউক। এই কারণেই অপেক্ষাকৃত ভাল স্কুলে ভর্তি প্রার্থীদের ভিড় বেশী পরিলক্ষিত হয়। তবে সীমিত আসন উদ্বেগাকুল অভিভাবকদের বেশী করে ব্যাকুল করে। আমার জানা মতে, একটি স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষায় ২শ' সিটের জন্য ৮শ' শিশু পরীক্ষা দিয়েছে। এই অবস্থা কম-বেশী সব ভালো স্কুলেই। কোনো কোনো স্কুলে ভিড় আরো বেশী।

জীবনের শুরুতেই কোমলমতি শিশুদের ভর্তির জন্য যদি এভাবে বিপন্ন বোধ করতে হয়, তাহলে শিক্ষা বিস্তার ও শিশুদের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হবে কিরূপে? আর এই দুর্ভাবনা ও উদ্বেগ স্বাভাবিকভাবেই শিশুদের চাইতে তাদের পিতা-মাতাদেরই বেশী আক্রান্ত করে। অনেক অভিভাবকই ছেলে মেয়ে ভর্তির চিন্তায় বেশ বিপন্ন বোধ করেন।

এই সমস্যার সমাধান প্রয়োজন। আমাদের মতো শিক্ষায় অনগ্রসর একটি দরিদ্র দেশে সঠিক শিক্ষা বিশেষ করে শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে ভর্তির ঝক্কি-ঝামেলা দূর করা যেমন প্রয়োজন, তেমনি শিশুদের উন্নত পরিবেশে উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করাও অত্যাবশ্যক।

উপসংহারে বলব, আগামী দিনের নাগরিকদের ভবিষ্যৎ সুবিন্যস্ত করার জন্য জনসংখ্যানুযায়ী এলকাভিত্তিক স্কুল ব্যবস্থা চালু করলে মনে হয় ভাল হবে। সেই সংগে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর মান উন্নত করতে হবে। উপরন্তু, শিশুর মানসিক বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা উচিত।

এর সাথে সাথে নতুন নতুন ভাল স্কুল গড়ে তোলার পাশাপাশি পুরাতন স্কুলগুলোর সম্প্রসারণ ও শিফট বৃদ্ধিও একান্তভাবেই প্রয়োজন বলে মনে হয়॥

—রওশন আরা রোয়েন